শান্তিময় পরিবেশ রক্ষায় গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবার ভূমিকা

[1]Professor Dr. Muhammad Abdussttar
Global University Bangladesh

[2]Abdullah Al Faruque
Researcher
FCL Research wing. And Chairman, Global Fund Management Limited.
Bangladesh

[3]Fawzia Abdullah
Researcher
FCL Research wing
Bangladesh.

বিমূর্ত বক্তব্য

একটি সমাজ তথা দেশ বা জাতীয়ভাবে লাইব্রেরী ও তথ্য সেবার ভূমিকা পালনের মাধ্যমে শান্তিময় পরিবেশ থাকবে কি খাকবে না, এই প্রবন্ধের মূল ভিত্তি গ্রোথিত। যে কোন সংকট বা দ্বন্দ্বের প্রতিষেধক শান্তি; সমাজে ও দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে আশেপাশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় না থাকলে কোন জাতি তথা দেশ সত্যিকারের উন্নয়ন অনুভব করতে পারে না। শান্তি ও উন্নয়ন একটি অপরটির পরিপূরক; যা সংকট মোকাবিলায় একটি প্রতিশেধক হিসেবে কাজ করে। উন্নয়ন ও শান্তি অনুশীলনের জন্য মূখ্যত প্রয়োজন হয় শিক্ষা। প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা অপ্রাতিষ্ঠানিক-উভয় শিক্ষাই মানব সমাজকে জ্ঞান লাভের অনুপ্রেরণা যোগাতে সক্ষম। জনগণের মধ্যে যথাযথ শিক্ষা তথা জ্ঞান ছাড়া কোন অর্থবহ উন্নয়ন ঘটতে পারে না। জীবনব্যাপী শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের ভিত্তি হচ্ছে গ্রন্থাগার এবং তথ্য সেবা। অতএব, আজকের বিশ্বে শান্তির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে জাতীয় সংকট বা দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে গ্রন্থাগারিক এবং তথ্য বিজ্ঞানীরা কৌশলগতভাবে দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছেন এবং সেবা প্রদানেও যথেষ্ট পারদর্শী হয়ে উঠেছেন।

এ প্রবন্ধে 'অ-অভিজ্ঞতামূলক' (non-empirical) এবং 'তথ্যভিত্তিক' (documentary) গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দুইজন ব্যক্তি একইভাবে চিন্তা এবং দৃশ্যত সাদৃশ্য দেখতে পায় না, বক্ষমান প্রবন্ধে কীভাবে সমাজের বসবাসকারীরা যুক্তি প্রদর্শন করে এবং গ্রন্থাগার সেবা ব্যবহার করে সমানভাবে চিন্তা করতে পারে সাদৃশ্যময়তা প্রত্যক্ষ করতে পারে তার উপর আলোচনা করা হয়েছে। ফলে, এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে একাডেমিক গ্রন্থাগার, গণগ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রসমূহ ব্যবহার করে এবং গ্রন্থাগার সমিতিগুলো সম্পূরক কার্যক্রম গ্রহণ করে জাতীয় সংকট ও দ্বন্ধ নিরসন করে কীভাবে গ্রন্থাগারিক ও তথ্যবিজ্ঞানীরা সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রভাব বিস্তার ও ভূমিকা পালন করে শান্তিময় পরিবেশ রক্ষা করতে সক্ষম তারই মূল্যায়ন করা হয়েছে। সামাজিক ও জাতীয় সংকট বা দ্বন্দ্বের বিভিন্ন কারণ নির্ণয় এবং নিরসনের উপায়গুলো চিহ্নিত করা হয়েছে যা গ্রন্থাগার ব্যবহার ও তথ্যসেবা প্রদান করে মোকাবেলা করা যেতে পারে, এর মধ্যে রয়েছে: বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, আন্তঃবিবাদের সমাধান, সমঝোতা এবং মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা। সামাজিক ও জাতীয় সংকট বা দ্বন্দ্ব সমাধানে গ্রন্থাগার এবং তথ্য সেবার চ্যালেঞ্জগুলোও উপস্থাপন করা হয়েছে, উপসংহার এবং সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

Keywords: প্রধান শব্দসমূহ: গ্রন্থাগার এবং তথ্য সেবা, সংকট, দ্বন্দ্ব, জাতীয় সংকট, সংকট ও দ্বন্দ্বের সমাধান, শান্তিময় পরিবেশ।

Published in IJIRMPS (E-ISSN: 2349-7300), Volume 11, Issue 5, Sept-Oct 2023

License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ভূমিকা

সাম্প্রতিক সময়ে, গ্রন্থাগার শুধুমাত্র জ্ঞানের ভাণ্ডার বা সংরক্ষণাগার হিসেবে নয়, একটি তথ্যসেবাদান কেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হয়েছে। যেখান থেকে মানুষ তাদের তাৎক্ষণিক চাহিদা অনুযায়ী নিজের পরিবেশ ও প্রতিবেশের অবস্থা সম্পর্কে অবগত এবং একটি উত্তম অবস্থানের স্বীকৃতি পাওয়ার উপযোগী রূপে গড়ে তুলতে পারে। একইভাবে সংকট মোকাবেলায় উৎকৃষ্ট ও সুদূরপ্রসারী চিন্তার প্রসারতা ও বৃদ্ধির জন্য একজনকে সাহায্য করতে পারে। প্রখ্যাত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী জাবো এবং বায়েরো (২০১৪) মনে করেন যে, গ্রন্থাগারগুলোতে প্রাপ্ত তথ্যে অবাধে বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার সংরক্ষণ করা উচিত, সেই সাথে বৌদ্ধিক স্বাধীনতার (intellectual freedon) নীতি বজায় রাখা, এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের স্বার্থে প্রতিনিধিত্বকারী তথ্য সম্পদ বিতরণের জন্য সহযোগিতা করা। অন্তত যেকোন প্রদত্ত বিষয়ে বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির সমাধান খুঁজে পাওয়া, অনিবার্যভাবে কোন রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় প্ররোচনার শিকার হতে হবে না মর্মে ব্যবহারকারীকে আশ্বস্ত করতে পারা।[১]

আমাদের কিংবা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনেক ধরনের সামাজিক, ধর্মীয় ও জাতীয় রাজনৈতিক সংকট বা দ্বন্দ্ব সংগঠিত হতে দেখা যায়। সংকট ও দ্বন্দ্ব হচ্ছে যেখানে একটি সমাজ বা জাতির একটি অংশ একই সমাজ বা জাতির আরেকটি অংশের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ায় অথবা প্রচলিত কিংবা চলমান কোন সামাজিক, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক মতবাদের বিরুদ্ধারচণ করে। সংকট বা দ্বন্দ্ব মানব অস্তিত্বের একটি অনিবার্য অংশ। সংকট বা দ্বন্দ্বকে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি/গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গির মতানৈক্য, বিতর্ক বা বিরোধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। সংকট বা দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তির জন্য একটি শান্তিপূর্ণ সমাপ্তির প্রচেষ্টাকে সহজ করার প্রক্রিয়া হিসেবে তথ্যের আশ্রয় গ্রহণ করা যায়।[২]

কোনো নির্দিষ্ট আদর্শে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যক্তি, দল বা সংগঠন/সমিতি সম্মিলিত আলোচনায় বসে তাদের পরস্পরবিরোধী উদ্দেশ্য বা মতাদর্শ সম্পর্কে তথ্যভিত্তিতে সক্রিয়ভাবে আলোচনা ও যোগাযোগ করে সংকট বা দ্বন্দ্ব সমাধানের চেষ্টা করা যেতে পারে। যেকোন সমাজ বা গোষ্ঠী বা জাতির জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হচ্ছে দ্বন্দ্ব।[২] ব্যাপকভাবে বলা যায় যে, সারা বিশ্বকে বর্ণবাদ বা ধর্মীয় কিংবা জাতিগত মতবাদ থেকে বা বিভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্‌ভূত বিভিন্ন ধরনের সংকট ও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে দেখা যায়। বিশ্বের দেশে দেশে মানবজাতির মধ্যে শান্তির ঘাটতি পড়েছে, যার ফলে মানুষ আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করছে ও যার যার কাজ করছে এক অস্থিরতার মধ্যে থেকে এবং প্রতিদিন মানুষ দু'চোখ বন্ধ করে তাদের বিছানায় ঘুমোতে পারে না। এই জাতীয় সংকট ও দ্বন্দ্বের কারণ কিছুটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত; কিছু ধর্মীয় মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, জাতিগত অবিশ্বাস এবং সামাজিক গোঁড়ামি মানুষের নীতিবোধ ও আদর্শকে গ্রাস করে ফেলেছে।

গ্রন্থাগার এবং তথ্য সেবার বিভিন্ন উপাদান ও পদ্ধতি ব্যবহার করে সমাজ, জাতি এবং সারা বিশ্বের দেশে দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিভাজনের মধ্যে শান্তি ও ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এই প্রবন্ধ অনেকটা শূন্যস্থান পূরণ করতে সক্ষম হবে।

ঐতিহাসিকভাবে, গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিকগণ তথ্য তৈরি, সংগ্রহ, সংগঠিত, বিন্যাস, বিতরণ এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে catalist'র প্রধান ভূমিকা পালন করে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) সংযুক্ত হওয়ার পর থেকে গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবায় আরো বড় ধরনের সাফল্য ও বিপ্লব ঘটেছে। আইসিটির আগমনকে আলিঙ্গন করতে গ্রন্থাগারগুলো তাদের সার্ভিস ডেলিভারিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে।

তথ্য-যোগাযোগ-প্রযুক্তি (আইসিটি) বিপ্লব এবং গ্রন্থাগারে আইসিটি প্রবর্তনের মাধ্যমে ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, ই-বুক, ইমেইল, টেলিকনফারেন্স, জুম লাইভ ইত্যাদি সেবা উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় সংকট সমাধানে একটি যথার্থ চ্যানেল হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, এই চ্যানেল যদি কোন কারণে কোন একটি পরিস্থিতি বা ঘটনার ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে রটনা করে কিংবা সঠিক তথ্যের ঘাটতি হয়, কিংবা প্রকৃত তথ্যের ঘাটতির উপর ভিত্তি করে ভুল তথ্য প্রচার করে কোন না কোন একটি সংকট বা দ্বন্দ্ব তৈরি করতে পারে অনায়াসে। যেকোন অবস্থায় ভুল তথ্য কিংবা তথ্যের ঘাটতির উপর ভিত্তি করে, এবং বিভ্রান্তিকর তথ্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মতামত ও সামাজিক পার্থক্য এবং বৈষম্য বৃদ্ধি পায় যা মূখ্যত সংকট বৃদ্ধি করতে পারে। আমাদের জানা মতে একটি গ্রন্থাগার কখনো ভুল বা বিভ্রান্তিমূলক তথ্য পরিবেশন করে না।

একজনের মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে যে, প্রাপ্ত তথ্য থেকে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্যটি বেছে বের করে যথার্থ কাজে ব্যবহার করা যুক্তি সংগত। 'শান্তি' উন্নয়নের একটি অন্যতম শর্ত এবং এ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয়ভাবেই একটি সমাজ ও সম্প্রদায়ের মানুষকে শিক্ষিত করার ভাল অবস্থানে রয়েছে একটি গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র।
তথ্য এবং জ্ঞান খুবই সহযোগিতামূলক এবং সহযোগিতামূলক উদ্দেশ্য পোষণকারীর মনোভাব এবং অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাস পর্যন্ত পারস্পরিক সমঝোতার গতিশীলতা বজায় রাখতে পারে ও প্রয়োজনে গৃহীত বেঠিক সিদ্ধান্তও পরিবর্তন করতে সাহায্য করে তুলনামূলক বিশ্লেষণের সুযোগ সৃষ্টি করে। গ্রন্থাগারই একমাত্র বাহন যা ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শী জাতিগত, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত এবং সামাজিক মর্যাদায় পার্থক্য, যাই হোক না কেন মানুষকে একত্রিত করে একটি সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের সিদ্ধান্তে নিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা রাখে। একটি গ্রন্থাগার সবার আগ্রহের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল; জাতীয় উন্নয়ন সাধনের জন্য শান্তি বজায় ও প্রচারের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধিক অবদানকে সম্মান করা সামাজিক দায়িত্ব। আমাদের দেশের বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারকারীদের স্বশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের মাধ্যমে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলো এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে:

স্কুল গ্রন্থাগার:
স্কুল গ্রন্থাগার একটি ফলজ বৃক্ষের বীজের মতো; পরিবেশ ও প্রতিবেশ বজায় রেখে বেড়ে উঠার সুযোগ পেলে মহীরূহ হয়। স্কুল গ্রন্থাগার থেকে প্রথম পাঠ নেওয়ার ব্যবস্থা করলে যেকোন সমাজ বা দেশে আদর্শ জাতি গঠনের সোপান তৈরি হতে পারে। তাই গ্রন্থাগার বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবহারকারী, সম্পদ, সেবা এবং প্রদত্ত সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে পারিবারিক তথা সামাজিক ও জাতীয় সংকট বা দ্বন্দ্ব সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশেষত কিভাবে দ্বন্দ্ব এড়াতে হয় অথবা যেকোন বিষয় যা সংঘাতের কারণ হতে পারে এমন বিষয়গুলো সম্পর্কে খুব অল্প বয়সে ব্যবহারকারীরা তাদের নিজের মধ্যে-অন্তরে অন্তরে সচেতনতা গড়ে তুলতে সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। ব্যবহারকারীরা বড় হওয়ার সাথে সাথে তাদের সামাজিক জীবন, দায়িত্ববোধ, আচার-আচরণ, আন্তঃসম্পর্ক এবং মিথস্ক্রিয়ায় গ্রন্থাগার থেকে কি অর্জন করেছে তা প্রতিফলিত হবে তাদের স্ব স্ব জীবন ধারায়। কথায় বলে শুদ্ধাচার শুরু হয় আপন ঘর থেকে। তাই আমাদের দেশের স্কুলগুলোতে গ্রন্থাগার গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা এখনই অনুভব করতে হবে। সমাজে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় যেমনি গুরুত্বপূর্ণ একইভাবে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারটি অপরিহার্য্।

একাডেমিক গ্রন্থাগার:
ব্যাপকার্থে 'একাডেমিক গ্রন্থাগার' ব্যবহৃত। এর পরিসর বিশাল; মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট যে গ্রন্থাগারগুলো নিবেদিত হয়, তাই একাডেমিক গ্রন্থাগার। স্কুল গ্রন্থাগার এর বাইরে নয়। কিন্তু এর কর্মতৎপরতা ব্যাপ্তিশীল ও সীমাহীন; সমুদ্রের মতো বিশাল-ধারণ ক্ষমতা যেমন গভীর, তেমনি বিতরণের প্রয়াস অফুরন্ত। এখানে পন্ডিত ও বিজ্ঞানী গবেষক তৈরি হয়; তাদেরকে ঋদ্ধ করার জন্য যা যা প্রয়োজন হয় সেইভাবেই একটি গ্রন্থাগার সম্পদের গভীরতায় সিদ্ধ হয়। এখান থেকেই একজন গবেষক-পাঠক প্রাথমিকভাবে তৈরি করতে পারে নিজেকে যেকোন সমাজ ও জাতির উপযোগী করে। গড়ে তুলতে পারে নিজেকে সঠিক-বেঠিক বিষয়ের মূল্যায়ন করার উপযোগী হিসেবে। জোর দিয়ে বলা যায় যে, একটি গ্রন্থাগারই সামাজিক ও জাতীয় যেকোন সংকট ও দ্বন্দ্ব সনাক্তকরণ, মূল্যায়ন এবং সমাধানের কৌশল নির্ধারণের পরিপূরক তথ্য সম্মৃদ্ধ করে সংগ্রহ গড়ে তুলতে সক্ষম। একজন শিক্ষিত ব্যক্তির অর্জিত জ্ঞানের পাশাপাশি একটি গ্রন্থাগার প্রাথমিক পর্যায়ে সংকট ও দ্বন্দ্ব নিরসন অথবা প্রতিরোধের কৌশল রপ্ত করার সুযোগ করে দিতে পারে। বৌদ্ধিক পাঠক, শিক্ষক, ও গবেষকদের জন্যে কর্মশালা, সেমিনার এবং ব্যবহারকারীদের জাতীয় সংকট ও দ্বন্দ্ব সমাধানের শিল্প-কৌশল শেখার জন্য তৈরি করতে পারে। সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারী ও গবেষকের উদ্দেশ্য অনুযায়ী তথ্য নথিভুক্ত করার মাধ্যমে (CAS ও SDI), মতামত-আলোচনা এবং বিশেষজ্ঞদের মস্তিষ্কপ্রসূত তথ্য আহরণ ও সংরক্ষণ করার মাধ্যমে নতুন নতুন বিশেষজ্ঞ তৈরির দক্ষতা অর্জন করে সেবা প্রদান করাও সম্ভব। বস্তুত একাডেমিক গ্রন্থাগারগুলো ব্যবহারকারীদের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে উপকরণ উপলব্ধ করার মাধ্যমে সংকট বা দ্বন্দ্ব সমাধানে সাহায্য করতে পারে।

গণগ্রন্থাগার:
গণগ্রন্থাগার এবং তথ্যকেন্দ্র বা জাতীয় আর্কাইভস্ সমাজ ও দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা দলের কাছে পৌঁছানোর জন্য কৌশলগতভাবে শুধু তৈরিই থাকেনা নিবেদিত; এর দ্বার সকলের জন্য অবারিত। গণগ্রন্থাগারকে জনসাধারণের বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়। বিশেষত জনগণের অর্থে পরিচালিত হয়; গণগ্রন্থাগারের অবস্থান জনগণের সেবাদান ও গ্রহণ করার জন্য উন্মুক্ত থাকে। গ্রন্থাগারগুলো আমজনতার সেবাব্রতে ব্রতী। আবাল-বৃদ্ধ, বনিতা, ছোট থেকে অনেক বয়স্ক মানুষ গণগ্রন্থাগারের প্রদত্ত সেবাভোগী। পাবলিক লাইব্রেরি এবং আর্কাইভ সেন্টারগুলো যে অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত সেই অঞ্চলের অধিবাসী কিংবা আবাসিক সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিভিন্ন দল বা মতবাদের গোষ্ঠীর মধ্যে ইতিবাচক মিথস্ক্রিয়া গড়ে তুলতে পারে। সেবাদানের ব্যবস্থায় তাৎক্ষণিকভাবে পরিবেশ সৃষ্টি করে গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে কিংবা বাইরে প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে ধারণা জনগণের মধ্যে প্রসারিত করতে পারে এবং বিভিন্ন মতবাদের ইতিবাচক ব্যাখ্যা সম্বলিত প্রচার কার্য্ক্রম সম্প্রসারিত করতে পারে। সমন্বিত কর্মসূচী শিক্ষক, সুশীল সমাজ, আইনজীবী, সমাজকর্মী, রাজনৈতিক কর্মী, তরুণ কর্মী, শান্তি ও সমঝোতায় নিয়োজিত কর্মীদের নিয়ে ঐক্য গড়ে তোলা গ্রন্থাগারগুলোর কার্য্ক্রমের অন্তর্ভুক্ত।[৩]গ্রন্থাগারের সেবার সীমা এতোটাই উদার যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আমন্ত্রণ জানায় সম্মিলনের জন্য।

তথ্য কেন্দ্র
প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পদ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে তথ্য কেন্দ্রগুলোকে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে গড়ে তুলতে হবে এবং সেমিনার, সম্মেলন, কর্মশালা এবং কমিউনিটি উন্নয়ন সভা আয়োজন করে আঞ্চলিক ভিন্ন ভিন্ন দলের বা মতের জাতিগোষ্ঠী ও দলগুলোর সাথে যোগাযোগ করা, তথ্য আহরণের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করা, সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কে ও তাদের উপকারিতা প্রমাণ করার আয়োজন করে জাতীয় সংকট ও দ্বন্দ্ব সমাধানে তথ্যের নিজস্বতা অনুযায়ী অবদান রাখতে পারে।

গ্রন্থাগার সমিতি
বাংলাদেশ লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (ল্যাব), বাংলাদেশ গ্রন্থাগার তথ্যায়নবিদ সমিতি (বেলিড) ও অন্যান্য সব সমিতির মাধ্যমে গ্রন্থাগারিক ও তথ্যবিজ্ঞানীরা সমাজ তথা দেশের অভ্যন্তরে অশান্তি, মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী কার্য্ক্রম বন্ধ করার প্রয়াসে শান্তি নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন মতাদর্শী দলের সমর্থকদের সমঝোতায় আনয়ন করে জনগণের জীবনাচারে শান্তিময়তার স্পর্শ বা ছোঁয়া দিতে গ্রন্থাগার সমিতিগুলো সংঘবদ্ধ হয়ে বিশেষ অবদান রাখতে পারে। তাদের সাধারণ সভা এবং সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্যে আদর্শ ও দলমত নির্বিশেষে অংশ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো একটি সহজ উপায় হতে পারে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপনের উপায় হিসেবে। সামাজিক বা জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ বিশেষ দিনে ও উদ্দেশ্যে বৈচিত্র্যময় ও নানা বিষয়ভিত্তিক প্রদর্শনী এবং সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা এবং সেমিনারের মাধ্যমে জনগণকে উদ্‌বুদ্ধ করা যেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে গ্রন্থাগার এসোসিয়েশনের উচিত দেশের পেশাজীবীদের উদ্‌বুদ্ধ করে মাঝেমধ্যেই শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করে সামাজিক ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ফলাফল বিষয়ক আলোচনা, ইতিবাচক রাজনীতির সুফল, শান্তিপূর্ণ সংস্কৃতি চর্চা সংক্রান্ত পন্ডিতদের আলোচনার আসর জমানো এবং বিভিন্ন সংকট ও দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে সকলকে উৎসাহিত করা পেশাজীবী সমিতির আদর্শ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

জাতীয় দ্বন্দ্বের সমাধান
বিশ্বের সকল দেশে এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে সংকট ও দ্বন্দ্ব বিদ্যমান, এ কথা অনস্বীকার্য্। দ্বন্দ্বের ইতিহাস মানব সভ্যতার মতই পুরনো। দ্বন্দ্ব উদ্ভবের কারণেরই সংকট সৃষ্টি হয়। সবচেয়ে মৌলিক স্তরে, বিশেষত মানুষের একান্ত স্বার্থের ভিন্নতার কারণেই দ্বন্দ্ব ও সংকটের উন্মেষ ঘটে। যখনই কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বা পরিস্থিতিতে দুই বা ততোধিক দল দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায় বা মতানৈক্য হয়ে বিদ্যমান থাকে, সেখানে দুই বা ততোধিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং দুই বা ততোধিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্ম নেয়। যদিও কখনো কখনো বিদ্যমান দলগুলো একে অন্যদের মতামতের তোয়াক্কা বা হস্তক্ষেপ না করে তাদের নিজস্ব মতামত বা পোষণ করা ধারণাকে প্রাধান্য দিয়ে এগোনোর চেষ্টা করে, সেক্ষেত্রেই মূলত দ্বন্দ্ব বা সংকট তৈরি হয়। বিরোধের জন্ম নেয়।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণকারী বা অনুসরণকারীরা প্রায়ই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। দ্বন্দ্ব সব সময়ই নেতিবাচক বা ইতিবাচক প্রভাব ফেলে থাকে যা একটি সমাজ বা জাতির জন্যে কখনো সুখকর হয় না। অশান্তি ও অস্থিরতা বিরাজ করে এবং উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।
উল্লেখ্য যে, কিছু মানুষ সংঘাত বা দ্বন্দ্বকে 'মানব সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য সৃজনশীল উপাদান' হিসেবে উপস্থাপন করে, যা পরিবর্তনের একটি উপায় হিসেবে কল্যাণ, সুরক্ষা, নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার এবং ব্যক্তিগত উন্নয়নের সুযোগের কিছু সামাজিক মূল্যবোধ অর্জন করা যায়।[৪] এই সংজ্ঞাটিতে দেখানো হয়েছে যে, শান্তির অনুপস্থিতি হলেই দ্বন্দ্ব বা সংকট তৈরি হয়। সাধারণত দ্বন্দ্ব বা সংকটের পরিসমাপ্তি ঘটলেই শান্তি এবং উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হয়। অন্যদিকে, কিছু মানুষ রয়েছে যারা সংকট জিইয়ে রাখতে পারলে এর থেকে তারা প্রভূত সুবিধা ভোগ করতে পারে। যে কারণে সেইসব মানুষ চায় না সংকটের পরিসমাপ্তি হোক ও সমাজ বা দেশ থেকে দ্বন্দ্ব দূর হোক। প্রতিটি দ্বন্দ্বের পর একটি শূন্যস্থান পূরণ করতে চেষ্টা করা হয় এবং জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা প্রায়ই নতুন কিছু তৈরি করার বা জনগণকে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের প্রতি সাড়া দিতে সক্ষম হবে এমন কোন নতুন ধারণা আনয়ন করার সুযোগ অনুসন্ধান করেন। এতে অনেক কিছুরই পরিবর্তন ঘটতে পারে। তাছাড়াও এমন অনেক কিছু থাকে তা ভেঙ্গে ফেলতে পারলে সমাজের কল্যাণ বয়ে আনে। তাই বিরাজমান অশান্তি দূর করতে ও হৃতশান্তি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যেসব তথ্য সংরক্ষণ ও বিতরণের প্রয়োজন অনুভব হবে তা সংগ্রহ করা একটি গ্রন্থাগারের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজে শান্তি বজায় রাখার জন্যে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য সংরক্ষণ ও বিতরণের ব্যবস্থা রাখা মূলত একটি গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের মৌলিক দায়িত্ব এবং কর্মের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক ও জাতীয় দ্বন্দ্ব সমাধান ও সংকট মোকাবেলার জন্যে সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত। দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি শান্তি গবেষক ডেসমন্ড টুট'র একটি উপক্ষেত্র, তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যাংলিকান আর্চবিশপ এমেরিটাস, দক্ষিণ আফ্রিকায় সামাজিক বিপ্লবের পরিস্থিতি বিবেচনা থেকে মন্তব্য করেন যে, 'সমঝোতা ছাড়া, কোন ভবিষ্যৎ নেই'।[৫] ধর্মীয় নেতা এবং নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ীর এই বক্তব্য দ্বন্দ্ব সমাধানের সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরেছে।
'দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি হচ্ছে বিভিন্ন পদ্ধতি, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্যার গঠনমূলক সমাধানের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব নিরসন করা, ব্যবস্থাপনা বা সংঘাতের রূপান্তর থেকে আলাদা।[৬] দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তির মাধ্যমে সংঘাতের গভীর উৎসগুলো চিহ্নিত করে সমাধান করা, উপায় নির্ধারণ ও সমাধান করা, এবং আচরণগত রূঢ়তা আর হিংস্রতা নয়, এবং বৈরি মনোভাবাপন্ন আর প্রতিকূলতা নয়, সংঘাত নিরসনের কাঠামো পরিবর্তন করা প্রয়োজন হলে সেভাবেই ব্যবস্থা নিতে হবে।[৭] দ্বন্দ্ব সমাধান এমন একটি ফলাফল নির্দেশ করে যেখানে একটি বিদ্যমান দ্বন্দ্বের কারণ বা বিষয়গুলোকে সন্তোষজনকভাবে একটি সমাধানের মাধ্যমে মোকাবেলা করা যায়, যা দলের কাছে পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়, দীর্ঘমেয়াদী স্বনির্ভরতা এবং একটি নতুন ও ইতিবাচক সম্পর্কের উৎপাদনশীল সক্ষমতা আনয়নের একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা একটি ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করা যায়।[৮]
এই সব কিছুর মধ্যে, কেউ যদি বিদ্যমান দ্বন্দ্ব বা সংকটের সমাধান বুঝাতে পারে যে দ্বন্দ্ব পোষণ করা খারাপ, তাই এগুলোকে উৎসাহিত করা উচিত নয়। মূখ্যত দ্বন্দ্ব একটি স্বল্পমেয়াদী ঘটনা যা মধ্যস্থতা বা অন্যান্য হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে সমাধান করা যেতে পারে। সর্বোত্তম ধারণাগুলোকে একত্রিত করে, উপসংহার টেনে আনা হয় যাতে নীতিগতভাবে, দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে একটি চূড়ান্ত অনুভূতি তৈরি করা, যাতে একই দ্বন্দ্বের অনুসারী দলগুলো পারস্পরিকভাবে একটি সমঝোতার ফলাফলে সন্তুষ্ট হয় এবং সৃষ্ট দ্বন্দ্বের একটি সত্যিকারের অর্থে সমাধান করা সম্ভব হয়। কিছু দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, বিশেষ করে সম্পদের উপর সৃষ্ট সংকট, মতবাদ বা আদর্শের মতোবিরোধের কারণে, সেগুলোও স্থায়ীভাবে সমাধান যোগ্য।
কিভাবে গ্রন্থাগার এবং তথ্য বিজ্ঞানীদের সহায়তায় জাতীয় দ্বন্দ্ব ও সংকট সমাধানে সাহায্য করতে পারে। গ্রন্থাগার সবসময় জাতীয় উন্নয়ন এবং ঐক্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শান্তি এবং ঐক্য সাধনের জন্য প্রস্তুত করা বৌদ্ধিক সম্পদ সংরক্ষণ ও সংগ্রহ বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করা। ফলস্বরূপ, সমাজে ও জাতীয় পর্যায়ে দ্বন্দ্ব সমাধানে গ্রন্থাগার যে প্রাসঙ্গিক ভূমিকা পালন করে তা অনস্বীকার্য। পক্ষান্তরে ভুল তথ্যের কারণে জাতীয় দ্বন্দ্ব উত্থাপিত হতে পারে; তাই তথ্য রেজোলিউশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তথ্য সরঞ্জাম ব্যবহার এবং ভালোভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা জাতির দ্বন্দ্বে রেজোলিউশন সাহায্য করার একটি শক্তিশালী উপায়, এ ক্ষেত্রে লাইব্রেরিয়ানগণ বিশেষ কর্তব্য পালন করে এবং গ্রন্থাগারকে গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য খুব ভালোভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিন্যস্ত করে ব্যবহারকারীদের ব্যবহারের জন্য আহ্বান করতে পারে। একথা

যথার্থই যে অজ্ঞতা, ভুল ধারণা, অর্থনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে মানুষকে মুক্ত করতে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্যের প্রয়োজন। গ্রন্থাগার তথ্যে প্রবেশাধিকার সম্পর্কে জনগণের মাঝে প্রচার করে ব্যবহার নিশ্চিত করবার জন্য; একটি জাতির কাছে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব দেখা যায় সেই সময় যখন কোনো ক্রান্তিলগ্নে উপনীত হয়, তখন সঠিক তথ্যের চাহিদা বেড়ে যায়। আজকাল যেকোনো সংকট মোকাবেলায় মানুষ একটি বিশ্বাসযোগ্য মাধ্যম খোঁজে সেইসব ব্যক্তিদের বক্তব্য বা পরিসংখ্যান সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য যা সাধারণত গ্রন্থাগারের ই-মাধ্যমের বরাত দিয়ে মুদ্রিত মাধ্যমগুলোতে প্রবেশাধিকার পেতে সক্ষম হয় গ্রন্থাগার ব্যবহার করে।

উপরন্তু, গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিকরা কার্যকরভাবে এবং দক্ষতার সাথে বিভিন্ন সেবার মাধ্যমে জাতীয় দ্বন্দ্ব সমাধানে নিয়োজিত হতে পারেন। এইভাবে, গ্রন্থাগার সেবা হচ্ছে সামগ্রিক কার্যক্রম একটি যা ব্যবহারকারীদের জন্য সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হয়। একটি গ্রন্থাগারের আদর্শ সেবার বর্ণনা করা যাতে গ্রন্থাগার তার পৃষ্ঠপোষকদের তথ্যের চাহিদা পূরণে গ্রন্থাগারের সমগ্র সম্পদের পূর্ণ প্রবেশাধিকার, আহরণ এবং ব্যবহার নিশ্চিত করতে একটি গ্রন্থাগার সকল সেবা প্রদান করবে। সমন্বিতভাবে, উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে, গ্রন্থাগার পরিষেবা মানব এবং বস্তুগত সম্পদ উভয়ের সাধারণ আচরণ যা ক্লায়েন্টদের তাৎক্ষণিক তথ্য চাহিদা সরবরাহ করার প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগারের কার্য্ক্রম বিস্তৃত।[৯] অন্য কথায়, এটি সমগ্র গ্রন্থাগারের কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত মোট কার্যকলাপ বা কর্তব্যের মোট সেট যা গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী এবং সাধারণ সম্প্রদায় বা জনগণের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে তাদের কাছে উপলব্ধ তথ্য উপাদান প্রয়োগ করে।[১০] এই ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপস্থিতির জন্য গ্রন্থাগার সেবা প্রয়োজন:

১. সমাজে সর্বজনীন জ্ঞান ও অধিকার বিষয়ক তথ্য, সামাজিক মূল্যবোধ উপলব্ধি এবং জনজীবনে প্রত্যাশিত আচরণ উন্নতকরণের তথ্য ভিত্তিক সেবা।

২. সমাজের বিদ্যমান সামাজিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে মানিয়ে নিতে সহায়তা করা।

৩. ভাল সাহিত্যের পঠন, সংস্কৃতি ও উন্নয়নমূলক কর্মের চাষ ও বজায় রাখা।

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের গ্রন্থাগার সম্পদ ও কর্মসূচীর মাধ্যমে তথ্য প্রচারের ভূমিকা গ্রহণে একটি কৌশলগত অবস্থান রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে: টক শো, ফিল্ম শো, সিম্পোজিয়াম, গ্রন্থাগার সপ্তাহ, বই প্রদর্শনী, বইমেলা, গ্রামাঞ্চলে মোবাইল গ্রন্থাগার ইত্যাদি।

গ্রন্থাগার সেবাগুলোকে জাতীয় দ্বন্দ্ব সমাধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করা, যার মধ্যে রয়েছে:[১০]

-কারেন্ট অ্যাওয়ারনেস সার্ভিস (সিএএস)
-নির্বাচিত তথ্য বিতরণ সেবা (এসডিআই)
-সূচি এবং বিমূর্ততা সেবা
-রেফারেল সেবা
-সাহিত্য অনুসন্ধান পরিচালনামূলক সেবা
-বর্তমান বিষয়বস্তু নির্বাচনমূলক সেবা
-সেমিনার, সম্মেলন, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম আয়োজন করার ব্যবস্থা করা
-দ্বন্দ্ব এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর তথ্য সম্পদের প্রদর্শনীর আয়োজন করা
-অনুবাদ সেবাদান
-মোবাইল গ্রন্থাগার সেবা ও প্রদর্শনী
-সম্পদ ভাগাভাগির ব্যবস্থা প্রবর্তন
-নিরাপত্তা সচেতনতা ব্যবস্থা প্রবর্তন
-ব্যবহারকারী শিক্ষা সেবা
-কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা সেবা
-ইলেকট্রনিক ডকুমেন্ট ডেলিভারি সার্ভিস (ইডিডিএস), ইত্যাদি।

বিভিন্ন মতবাদ ও আলোচনার প্রেক্ষিতে বিশ্বাস করা হয় যে, যেকোন দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলা যেতে পারে, যদি কোন সংঘর্ষ শুরু হওয়ার আগে যোদ্ধা সম্প্রদায় এবং শান্তি নির্মাতাদের মধ্যে পর্যাপ্ত যোগাযোগ রক্ষা করা যেতো। অন্য কথায়, যদি তথ্য চ্যানেল সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে, তাহলে দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রণে থাকত কিংবা রক্ষা করা

যেতো।[১১] সম্ভাব্য দ্বন্দ্বের জন্য সময়োপযোগী সতর্কতা একটি আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার কেন্দ্রে যা অর্থবহ হতে হলে, প্রাথমিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিপূরক হতে হবে। গ্রন্থাগার যে কোন মিডিয়া যেমন-টিভি চ্যানেলের সাথে কাজ করার সম্ভাবনা আছে এমন, প্রচারণার জন্য রেডিও যার মাধ্যমে একটি দলের মতাদর্শ এবং বিশ্বাস সংঘাতের সময়ে সময়মত হস্তক্ষেপ করার জন্য প্রকাশ করা। কিছু প্রাথমিক তথ্য আছে যার মাধ্যমে গ্রন্থাগার আসন্ন দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে । এগুলোর মধ্যে রয়েছে ইন্টারনেট, কমিউনিটি রেডিও, টেলিভিশন ভিডিও কনফারেন্সিং, ইমেইল, প্রিন্ট মিডিয়া এবং রেফারেন্স সেবা। যেকোন সমাজের উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগার এবং তথ্যের প্রয়োজনীয়তা মূলত বেঁচে থাকার জন্য। গ্রন্থাগারের তথ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য বাইরের কর্মসূচী সংগঠিত করা, বক্তৃতা এবং আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আলোচনাকে উৎসাহিত করবে যাতে তারা শান্তি রচনা করা এবং দ্বন্দ্ব সমাধানের সহজ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতে পারে।[১২] মূলত, গণগ্রন্থাগার এবং একাডেমিক গ্রন্থাগার এই ক্ষমতায় কাজ করার জন্য সজ্জিত। জাতীয় দ্বন্দ্ব সমাধানে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জ অবশ্যই, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত গ্রন্থাগার জাতীয় দ্বন্দ্ব সমাধানে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত নয়। গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবায় কিছু চ্যালেঞ্জ আছে, যার মধ্যে কয়েকটি কে চিহ্নিত করে নিম্নে আলোচনা করা যায়:

১) একমাত্র কর্তৃপক্ষ হিসেবে সরকারের উপর নির্ভর করে যা জাতীয় সংঘাতের সমাধান করতে পারে। বেশীরভাগ মানুষ বিশ্বাস করে যে সরকারই সংঘাতের সমাধান খুঁজে বের করতে পারে, কারণ তারা বেসরকারী সংস্থার সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে।

২) অপর্যাপ্ত তহবিল গ্রন্থাগারের অন্যতম প্রধান সমস্যা। বেশিরভাগ গ্রন্থাগার প্রয়োজনীয় তথ্য উপাদান এবং কর্মসূচী অর্জন করে কিছু বিশেষ প্রকল্পের অর্থায়ন করতে পারে না যা তাদের ক্লায়েন্টদের কার্যকর সেবা গ্রন্থাগারর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

3) প্রাসঙ্গিক তথ্য সম্পদের অপ্রাপ্যতা আরেকটি চ্যালেঞ্জ। কিছু তথ্য সম্পদ শেল্ফ ক্রয়ের জন্য উপলভ্য নয়; উদাহরণ হল সরকারী প্রকাশনা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপাদান, এবং আদালতের মামলা বা রায়ের কার্যক্রম। অডিও ভিজুয়াল আইটেম যেমন মৌখিক সাক্ষ্য, চলচ্চিত্র, ভিডিও, রেকর্ড করা বক্তৃতা এবং সংবাদ আইটেম। শুধুমাত্র যেসব গ্রন্থাগারের আমানত সংরক্ষণের অধিকার আছে এমন গ্রন্থাগার দ্বারা অধিগ্রহণ করা যেতে পারে।

4) স্থানীয় ভাষায় তথ্য উপাদান অনুবাদ করা সহজ কাজ নয়। প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের জন্য গ্রন্থাগারকর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

মূলত নিরক্ষর গ্রামীণ বাসিন্দাদের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণ প্রয়োজন। জমি, সম্পদ, সরকারের সিদ্ধান্ত, আইন এবং পারস্পরিক সহাবস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় শান্তির বিষয়ে তাদের আলোকিত করার জন্য গণগ্রন্থাগার ও সমিতিগুলো সম্মেলন, কর্মশালা, সেমিনার এবং সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা উচিত। দ্বন্দ্ব এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর তথ্য সম্পদ প্রদর্শনী এছাড়াও প্রয়োজনীয় এবং একই সাথে দ্বন্দ্ব নিরসনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের জ্ঞান সম্পদ ব্যবহার করা প্রয়োজন। এই সকল কার্যক্রমের জন্য গ্রন্থাগারের কর্মী এবং অন্যান্য জ্ঞান সম্পদ সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের ব্যবহার করে বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা প্রয়োজন।

৫) ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থা শক্তিশালী করা-যেমন ইলেকট্রনিক মেইল, ইন্টারনেট, ভিডিও কনফারেন্সিং, ওয়েব চ্যাট, লিস্টসার্ভ, টেলিকনফারেন্সিং ইত্যাদি, দ্বন্দ্ব নিরসন এবং প্রচারের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহার করা যেতে পারে। লাইব্রেরিয়ান এবং তাদের গ্রন্থাগার ক্লায়েন্টদের উদ্দেশ্যে তালিকাভুক্ত ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থা ব্যবহারের জন্য প্রবর্তনের আগে আইসিটি দক্ষতা অর্জন করার জন্য সক্ষমতা অর্জনের জন্য ব্যবস্থা অনুশীলন করা উচিত। দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের দেশের বেশীরভাগ মানুষই কম্পিউটার শিক্ষিত নয়।

উপরন্তু, একেবারে পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় দ্বন্দ্ব ও কলহ নিরসনে গ্রন্থাগারের জন্য কিছু চ্যালেঞ্জের একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে, এবং এর মধ্যে রয়েছে:

১. দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা তথ্য সেবা উপর কোন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করার জন্য গ্রন্থাগার নীতির অভাব।
২. দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তির জন্য সঠিক তথ্য সেবা প্রদানের জন্য তহবিলের অভাব।
৩. প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর অভাব, তথ্য প্রচার বৃদ্ধির জন্য ইন্টারনেট সুবিধার অভাব।
৪. কমিউনিটি সদস্যদের সাক্ষরতা দক্ষতার অভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া।
৫. লাইব্রেরিয়ানদের দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগঠিত এবং প্রচারে দক্ষতার অভাব রয়েছে।

৬. দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তৈরিতে সরকারের সমর্থনের অভাব রয়েছে।

উপসংহার

এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবা পারিবারিক কলহ থেকে শুরু করে সামাজিক ও জাতীয় সংকট ও দ্বন্দ্ব সমাধানে কৌশলগত ভূমিকা পালন করে। গ্রন্থাগারগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সংকট প্রতিরোধ এবং সমাধান করার উদ্দেশ্যে প্রচারাভিযানের মাধ্যমে প্রচার করে তাদের অনুমিত ভূমিকা পালন করতে সক্ষম করে তোলা এবং সমাজের সকল হাতগুলোকে অবশ্যই একমুটে একত্রিত করতে হবে। শুধুমাত্র আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তির সফলতা অর্জন করা যায় না, কিন্তু সঠিক ও যুৎসই তথ্য বিতরণ ও প্রচারের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব; গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগারগুলোকে সামাজিক ও জাতীয় দ্বন্দ্ব সমাধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে আমাদের বিবেচনা করা উচিত।

সংবেদনশীল তথ্য উপাদান যেমন বই, সাময়িকী, সংবাদ সামগ্রী, সরকারী কাগজপত্র, চলচ্চিত্র এবং সংকট সংশ্লিষ্ট ভিডিও সংরক্ষণ এবং প্রচার করার জন্য এবং পরবর্তী একই উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারগুলোতে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন; কিন্তু বাস্তবে তা আমাদের অধিকাংশ গ্রন্থাগারে পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ, যখন সম্ভাব্য সংকট ধরা পড়ে, তখন এই ধরনের প্রাসঙ্গিক উপাদান জনগণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে; সমাজে বা রাষ্ট্রে ধর্মীয় বা রাজনৈতিক একটা সংকট দেখা গেল, সে ক্ষেত্রে এই ধরনের সঙ্কটের ফলে কি হতে পারে তা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। তারা গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত উপাদান আলোচনা বা পর্যালোচনা করে এই ধরনের মাধ্যম ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শান্তি, ঐক্য এবং আক্রান্ত এলাকা বা জাতি দলের মধ্যে সৃষ্ট সংঘাতের সমাধানের জন্য ব্যবহার করা যায়।

সহজভাবে বলা যায় যে, একটি সমাজ বা রাষ্ট্র কিংবা বিশ্বের যেকোন দেশ বা জাতিগত বিদ্বেষ, গৃহযুদ্ধ, যুদ্ধ, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো মহাযুদ্ধ, বোকো হারাম বিদ্রোহ, নাইজার ডেল্টা জঙ্গিবাদ, সিরিয়া সংকট, দক্ষিণ আফ্রিকা জেনোফোবিয়া, কলম্বাস সংকট, নেদারল্যান্ড, ভেনেজুয়েলা, বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় সংঘাত, শ্রীলংকার জাতিগত বিরোধ, মায়ানমার জাতিগত দ্বন্ধ (রোহিঙ্গা ইস্যু) এবং জাতিগত সংকটসহ দেশি ও বিদেশি আগ্রাসন প্রসূত দ্বন্দ্ব, ধর্মীয় মৌলবাদ সংক্রান্ত সংকট মোকাবিলায় গ্রন্থাগার এবং তথ্য সেবায় বিভিন্ন মিডিয়া ব্যবহার করে প্রামাণ্যচিত্র এবং চাক্ষুস প্রমাণসহ এডভোকেসি ধরনের তথ্যচিত্র ধারণ করে সংকট নিরসনের প্রয়াস করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। জাতীয় দ্বন্দ্ব বা সংকট সমাধানেও গ্রন্থাগার এবং তথ্য সেবার উপকরণ প্রয়োগ করা যেতে পারে। এমনভাবে জাতির কাছে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অপরিসীম ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিশাল এবং অনুভব করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। বিশেষ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের দ্বন্দ্ব সংকট সমাধানে গ্রন্থাগার এবং তথ্য সেবা ভূমিকা রাখতে সক্ষম, বিষয়টি অতি গুরুত্বসহ বিবেচনায় নেয়া।

দ্বন্দ্ব সমাধান ও শান্তি বজায় রাখাতে গ্রন্থাগার এবং তথ্য সেবার ভূমিকার উন্নতির জন্য নিম্নলিখিতগুলি সুপারিশ করা হয়েছে:

১. গ্রন্থাগারের উচিত জাতীয় সংঘাতের দিকে নিয়ে যেতে পারে এমন অস্বাস্থ্যকর সম্পর্ক এড়ানোর জন্য প্রস্তুতকৃত শিক্ষা কর্মসূচীর সংগঠনের মাধ্যমে পরিবার থেকে শুরু করে সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি স্তরের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা।

২. লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনগুলোর উচিত গ্রন্থাগারের প্রশাসনকে সামাজিক ও জাতীয় সংঘাত, সংকট সমাধানের নীতি উন্নয়নে উৎসাহিত করা। এর ফলে গ্রন্থাগারগুলো গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং সামাজিক সংহতির বজায় রাখার জন্য এজেন্ট হিসেবে অর্থবহ অবদান রাখতে সক্ষম হবে, শুধুমাত্র পাবলিক লাইব্রেরির কছে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নয়, অন্যসব ধরনের গ্রন্থাগারগুলোকে সমান গুরুত্ব দিয়ে কাজের দায়িত্বভার অর্পণ করতে হবে।

৩. সরকারের উচিত নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারের জন্য বিশেষ করে গণগ্রন্থাগার ও স্কুল গ্রন্থাগারগুলোতে পর্যাপ্ত তহবিল এবং অত্যাধুনিক আইসিটি অবকাঠামো বিনির্মাণ করা, সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা এবং পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য তথ্য সেবা প্রদানের সুবিধার্থে গ্রন্থাগারিকদের আইসিটি সুবিধায় অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

4. সরকারের উচিত এতদসংক্রান্ত আইন প্রয়োগ নিশ্চিতকরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫. পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় দ্বন্দ্ব ও আন্তঃকলহ নিষ্পত্তি সম্পর্কিত তথ্য সম্পদের সংগ্রহ গড়ে তোলা।

৬. পরিশেষে, গ্রন্থাগারিকদের যে কোন সাম্প্রতিক তথ্য ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সম্পর্কে আপডেট রাখার জন্য দেশে-বিদেশে ক্রমাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

৭. গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগারের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য একটি নীল নকশা প্রনয়ণ করা।

References:

১. Jabo, S. J. and Bayero, A. D. (2014).The Role of Libraries in Sustainable Democracy. Nigeria. *African Journal of Infromation and Knowledge Management*, *1* (2), 42-50.

২. Oyeshola, D. (2005). Conflict and *Context of conflict resolution*. Obafemi Awolowo. University Press: Ile-Ife.

৩. Bhatti, R. (2010). Libraries and Education for Peace in Pakistan. *Library Philosophy and Practice*. Retrieved from http://www.webpages.idaho. edu/mbolin/bhatti4.html 77.

৪. Burton, J. W. (1990). *Conflict resolution and prevention*. London: MacMillian.

৫. Wustenberg, R. K. (2002). Reconciliation with a ‘new’ lustre: The South African example as a paradigm for dealing with the political past of 78.

৬. Miller, C. A. (2003*). A glossary of terms and concepts in peace and conflict studies.* Geneva: University for Peace.

৭. Ramsbotham, O. Woodhouse, T. & Miall, H. (2011). *Contemporary Conflict Resolution*, Cambridge: Polity Press

৮. Mitchell, C. and Banks, M. (Eds.) (1996). *Handbook conflict resolution: The analytical problem solving approach*. New York: Pinter.

৯. Imeremba D. U (2011). *Routines libraries: A synthesis of technical and readers service operation*. Enugu: Kenndy Publishers.

১০. Haruna, I. (2009). The role of academic libraries in conflict resolution in Africa. 47th Annual National Conferecne and AGM organized by Nigeria Library Association from 26th-31stJuly, 2009 at Jogo Center, Opposite Liberty Stadium, Ibadan, 71-83.

১১. Echezona, R. I. (2007). The role of libraries in information dissemination of for conflict resolution, peace promotion and reconciliation. *African Journal of Libraries, Archives and Information Science, 17* (2), 143-152.

১২. Ifidon, S. E. & Ahiazu, B (2005).Information and Conflict prevention in the Niger Delta Region of Nigeria. *African Journal of Libraries, Archives and Information Science, 15* (2), 125-132.